বৈদিক পরিবার বিবাহপ্রথা

অনিত সেনগুপ্ত

সরাসরি আলোচনায় ঢুকবার আগে সে সময়কার মানুষজনকে একটু আগাপাশতলা দেখা দরকার। সময়টা কখন ? যখন গুহায় থাকত তারা। অথবা পাতার তৈরি ঘরে পেতে বসত ঘরগেরস্থালী। যে সময়টার কথা বলতে ওয়েস্টার মার্ক বলেছেন, কেবলমাত্র মানুষছাড়া আর সমস্ত প্রাণী বছরে একটি বিশেষ ঋতুতে মিলিত হয়। যার ফল সন্তান লাভ।

কিন্তু মানুষ ? একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই যে কোনও ঋতুর যেকোনও সময়ে মিলনের বাসনা জাগ্রত হয়। যার ফল যেকোন সময়েই মাতৃত্ব, আর তার পুনরাবৃত্তি, ফল পরিবারের উদ্ভব। বিবাহ নামের অনুষ্ঠানটি আসে বহু পরে। বিশেষ প্রয়োজনে। পরিবার গঠন ক'রে নারী ও পুষের একসঙ্গে বসবাসের কারণটি অবশ্যই জৈবিক তাগিদ।
তাই এই মতে পরিবার আগে। বিবাহ পরে।
মর্গান বললেন ঠিক উল্টোকথা। তিনি বললেন বিয়ে নামে সামাজিক ব্যবস্থা থেকেই পরিবার।
বললেন, জঙ্গলের অন্যান্য পশুর মতোই অবাধ মিলনে প্রবৃত্ত হত আদি মানব। সামাজিক অনুশাসন তখনও চালু হয়নি। ধীরে ধীরে সমাজ বদলায়। বদলে যায় ধারণা, তাই বদলে গেল সম্পর্কও। তাই বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের নিত্য নতুন সম্পর্ক তৈরি হল নারী পুষের মধ্যে।
মাতৃতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন বলে ওয়েস্টার মার্কের বিপরীতে মর্গান কথা বলেছিলেন কিনা তার বিচার কন সুধীজন। আমি আসি আমার কথায়।
এই কথাগুলি আলোচনা দরকার একারণেই, যখন বৈদিক পরিবার প্রথা কথা প্রসঙ্গে আসবে, তখন এগুলির সাহায্য নেওয়া হবে।
(ক) প্রমিসকিউটিঃ বাংলায় এটিকে বলা যেতে পারে অবাধ সহবাস। যে কোনও পুষ যে কোনও নারীর সঙ্গে সহবাস করতে পারত। শারীরিক মিলন ছিল এককথায় বাছবিচারহীন। এই সময়ে কোনও সম্পর্কই মিলনের অন্তরায় হত না। এটি আদিম বন্য যুগ। অর্থাৎ Savagery ।
এই সহবাসের প্রতিফলন আমরা বহু পরেও পাই বৈদিক সাহিত্যে, মহাভারতে, রামায়ণে -, বিভিন্ন পুরাণে। যেমন (১) বিয়ের আগে শারীরিক স্বেচ্ছাচার। উদাহরণ কুন্তী। (২) হঠাৎ শরীরী স্বেচ্ছাচার। উদাহরণ- হিড়িম্ব ও ভীম। (৩) স্ত্রী বিনিময়। উদাহরণ ঃ গালব চরিতে পাই যে কাশীরাজ যযাতির সুন্দরী কন্যা মাধবীকে তিনি স্তীর রূপে গ্রহণ করেন । এরপর বিভিন্ন রাজাদের কাছ থেকে কর আদায় করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাধবীকে করদাতাদের কাছে স্ত্রী হিসাবে পাঠিয়ে দিতেন।
অবশ্য এটি একতরফা বিনিময়ের উদাহরণ, দুতরফা বিনিময়ের উদাহরণে জন্য আমাদের এযুগের দিকে নজর ঘোরাতে হবে।
স্থান ঃ চেতলা ব্রিজের কাছে।
সময় ঃ প্রতি শনিবারের পড়ন্ত রোদ।

নিয়ম ঃ প্রত্যেকের গাড়ির চাবি রাখা হবে এক জায়গায়। তার থেকে বেছে যে কোনও একটি চাবি নেবে সঙ্গে আসা বিবাহিত স্ত্রী, যার গাড়ির চাবি হাতে উঠল, উইক এণ্ড রাত কাটাবে তারই সঙ্গে।
(৪) অতিথিকে স্ত্রী প্রদান। উদাহরণ ঋষি উদ্দালক স্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন অতিথিকে তৃপ্তি দেবার জন্য। এ রীতির বিরোধিতা করেই শ্বেতকেতু বিবাহ প্রথার প্রচলনে বললেন, আজ থেকে সমাজে নারীপুষ কেউ ই সহবাসের স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দিতে পারবে না। (৫) দেওরকে বিয়ে করা। উদাহরণ-এ ব্যাপারে প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। বিশেষত এ যুগে। (৬) শ্যালিকা বিবাহ। উদাহরণ স্ত্রীর জীবিত বা মৃত্যুর পরে তার বোনকে বিয়ে করার রীতি শ' দেড়েক বছর আগে প্রচুর ছিল। এ যুগেও কম নেই।
এ ছাড়াও একটি প্রথা ছিল। যাকে বলা হয় - বিমাতৃভগ্নী বিবাহ অর্থাৎ বিমাতার বোনকে বিয়ে করা। উদাহরণ বিমাতা মাদ্রীর বোনকে বিবাহ করেছিলেন মধ্যমপান্ডব ভীমসেন ঃ
ইয়ং স্বসা রাজচমূপতেশ্চ
প্রবৃদ্ধনীলোৎ পলদামবর্ণা।
পস্পর্দ্ধ কৃষ্ণেণ সদা নৃপো যো
বৃকদরস্যৈয পরিগ্রহোহগ্র্যঃ ।। - মহাভারত / আশ্রঃ ২৪/১২
(খ) Consanguine Familyমেঠো বাংলায় এক রক্তের পরিবার। সহোদর অথবা জ্ঞাতি ভাইবোনেদের
মধ্যে সহবাসকে বৈধ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অবাধ সহবাসে যেমন পিতা-কন্যা, মাতা-পুত্র, ভাই-বোনের সম্পর্কের কোনও সীমারেখা ছিল না; এক রক্তের পরিবারের স্তরে মানুষ যখন উন্নীত হল তখন টিকে রইল কেবল ভাই-বোনের সম্পর্ক। বাকী দুটি সম্পর্কের দৈহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ (Taboo) হল। পরিবার পর্যায়ের প্রাথমিক রূপ হল এটি। এ পর্যন্ত কিন্তু গোত্রের (Gene) আবির্ভাব হয়নি। এ পর্যন্ত সন্তানের সঠিক পিতৃপরিচয় চিহ্নিত হয়নি।
Group Marriage বা দলগত বিয়ের ব্যাপারটা আরেকটি পারিবারিক রূপ। উদাহরণ - পঞ্চপান্ডব ও দ্রৌপদী । এই ধরনের পরিবারে সহোদর ভাই বোনের সম্পর্ক নিষিদ্ধ হল দৈহিক মিলনের ব্যাপারে। কিন্তু স্বীকৃতি পেল Polygamy -- কয়েক জন নারীর সঙ্গে পুষর বিবাহ। Polyandry কয়েকজন পুষের সঙ্গে নারীর বিবাহ।
স্বভাবতই সঠিক বাবাকে চিনতে না পারায় মাকে দিয়ে সন্তানকে চিহ্নিত করতে হল। অর্থাৎ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ তৈরির ইঙ্গিত। উদাহরণ -- দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠি ও উত্তরপূর্ব ভারতের পার্বত্য আদিবাসী। (গ) Pairing Family অর্থাৎ যুগ্ম পরিবার, এক নারী ও এক পুষের জোড় বাঁধা এ থাকা দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে আবার স্বল্প মেয়াদীও হতে পারে। স্বাভাবিক ভাবেই সন্তানের মা বাবাকে চিহ্নিত করা যায়।

এঙ্গেলস বললেন, সহোদর ও জ্ঞাতি ভাই-বোনেদের মধ্যে সহবাস যখন নিষিদ্ধ হল, তখনই গোত্র - ধারণাটি তৈরি হয়। এতে একই গোত্রের নারী-পুষের দৈহিক সম্পর্ক হল অবৈধ। (ধারণাটি এখনও চলছে আমাদের মধ্যে) এঙ্গেলস বললেন যখন সহোদর ও অসহোদর ভাইবোনদের মধ্যে সহবাস বন্ধ হল সামাজিক অনুশাসনের জন্য, গোত্রের উদ্ভব তখনই। শুধু হল এক গোত্রের মধ্যে সহবাস অবৈধ এই ধারণা পোষণ করা। (ঘ) Patriarchal Family - বাংলা বলা যায় পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। একজন পুষ বহু নারীকে বিবাহ করবে। এই ভাবে গড়ে উঠবে এক একটি পরিবার। সব জায়গায় সমস্ত গোষ্ঠির মধ্যে আদিতে ছিল মাতৃতন্ত্র। মাতৃতন্ত্রের বিলোপে এল পিতৃতন্ত্র। ব্রিফল্ট-এর মতে মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্র একটা অতি গুত্বপূর্ণ বিবর্তন। কোনও আদিম গোষ্ঠিতেই এর ব্যতিত্রম নেই। (ঙ) Monogamous Family অর্থাৎ এক বিবাহের পরিবার। একজন পুষের একজন নারী। অথবা উল্টো করলে এক নারীর এক পুষ। একনিষ্ঠ সহবাস জীবনের নিয়ম। যার পতনে ব্যভিচার । এঙ্গেল্‌স্‌-এর মতে এই একনিষ্ঠ ব্যাপারটি সাধারণত নারীর ওপরেই চাপান হয়েছে।

।। ২ ।।
আর্যবৈদিক সমাজে প্রচলিত প্রথাটি ছিল অবশ্যই এক বিবাহ। এক পুষের বহু স্ত্রী ব্যাপারটি সুনজরে দেখা হত না। তবে সহ্য করত।

সে যুগের দলিল দস্তাবেজ বলতে বোঝায় বৈদিক সাহিত্য, তাতে বহুবিবাহ দেখা গেছে, বাহু বল বা অর্থ বলে বলীয়ান পুষদের মধ্যেই। ক্ষমতা সম্পন্ন ঋষিরাও বহুবিবাহের উত্তেজনায় গা ভাসিয়েছেন। ঋকবেদে মাতৃনামে পরিচয় এ ব্যাপারে আমরা ঋকমন্ত্রের দ্বারস্থ হব ঃ

যে পায়বো সমতেয়ং তে অগ্নে পশ্যান্তো অন্ধং দুরিতাদরক্ষন্। ররক্ষ তান্ত্সুকৃতো ঋিবেদা দিগ্মন্ত ইন্দ্রিপবো নাহ দেভূঃ।।

ঋক্ -- ১/ ১৪৭ / ৩

--হে অগ্নি ! তোমার যে প্রসিদ্ধ পালনশীল রশ্মিগণ মমতার পুত্র দীর্ঘতমাকে অন্ধ দেখে তাকে অন্ধত্ব হতে রক্ষা করেছিল তুমি সর্বপ্রজ্ঞাযুক্ত। তুমি সে সুখকর রশ্মি গনকে রক্ষা কর। বিনাশ ইচ্ছুক শত্রুগণ যেন হিংসা না করে।

আ ধেনবো মামতেয়মবন্তীর্বহ্মপ্রিয়ং পীপয়ন্ত স্নিন্নুধন্। পিত্বো ভিক্ষেত বয়ুনানি বিদ্বানামাবিবাসন্নদিতিমুষ্যোৎ।।

ঋক্ --১/১৫২/৬

---প্রীতিজনকধেনুগণ বৃহৎ কর্মপ্রিয় মমতার পুত্রকে আপনার স্তনজাত দুগ্ধদ্বারা প্রীত কক। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান অবগত হয়ে যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন, মুখদ্বারা আহারার্থ ভিক্ষা কন এবং মিত্রবণের পরিচর্যা করে যজ্ঞ অখন্ডিতরূপে সম্পূর্ণ কন।

দুটি মন্ত্রেই আলোচনা সম্পূর্ণ হবে। তাই আর উদাহরণ নিষ্প্রোয়োজন।

দুটিতেই দেখতে পাচ্ছি "মমতার পুত্র" বলে অভিহিত করা হচ্ছে। এখানে কিন্তু পিতৃপরিচয় নেই। অতবড় শক্তিশালী ঋষি দীর্ঘতমা- তিনি পরিচিত হয়েছেন মায়ের নামে। তবে কি ঋকের প্রথম মন্ডল মাতৃতান্ত্রিক যুগের ?

তাই বা কীকরে হয় ঃ

বসূ দ্রা পুমন্তু বৃধন্তা দশস্যতং নো বৃষণা বভিষ্টৌ। দস্রা হ যদ্রেক্ণ ঔবথ্যো বাং প্র যৎসস্রাথে অকবাভিরূতী।

ঋক্ -- ১ / ১৫৮ / ১

---হে অভীষ্ট বর্ষী, নিবাসপ্রদ, পাপনাশক, বহুজ্ঞানী, সুস্তিদ্বারা বর্ধমান, পুজিত, অদ্বিয় ! আমাদের অভিমত ফলপ্রদান কর। যেহেতু উচথ্যপুত্র দীর্ঘতমা তোমাদের নিকট ধন প্রার্থনা করছে এবং তোমার অকুৎসিত ভাবে আশ্রয় প্রদান করে থাক।

আরও মন্ত্র আছে এ ব্যাপারে, কিন্তু উদাহরণ একটিতেই যথেষ্ট।

এখানে কিন্তু "উচথ্যপুত্র দীর্ঘতমা"বলা হয়েছে। এটিকে গবেষকরা দীর্ঘতমার পিতৃনাম মনে করে থাকেন।

তবে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে প্রথম মন্ডলেই প্রায় পরপরই কখনও মাতৃনামে আবার কখনও বা পিতৃনামে সন্তানকে পরিচিত করান হয়েছে।

এবার আসি ঊষা - সূর্যের কাহিনিতে। কোথাও বা ঊষা -অগ্নি সম্বন্ধও ব্যবহার করা হয়েছে।

কোথাও দেখা যাচ্ছে এদের সম্পর্কটি মাতা - পুত্র। কোথাও কন্যা - পিতা। আবার কোথাও কোথাও প্রেমিকা - প্রেমিকা বা স্ত্রী ও স্বামী।

এ যুগের মার্জিত ভাষায় এর সেরকম স্পষ্ট করে ধারণা দেওয়া যায়না; কেবল ইঙ্গিতমাত্র করা যায়।

সেই ইঙ্গিতের দিকে তাকালে অতি আধুনিক অথবা ঝাঁ চকচকে যুবাও হতচকিত লজ্জায় আড়ষ্ট হবে কিনা তা জানা নেই, তবে সমাজের আপামর জনসাধারণ কানে আঙ্গুল দেবেন।

আর্যদের প্রতি আশ্চর্য সম্ভ্রমবোধে আমরা আজও আচ্ছন্ন, নিজেদের সঙ্গে আর্যরক্তের সম্পর্ক খুঁজতে কত গবেষণার দোহাই দিতে হয় আমাদের।

কিন্তু আর্যসভ্যতার অবাধ এবং অগাধ সম্পর্কের দিকে তাকালে আমরা কী করব? যেমন (১) ঋক - ১/১১৩/২, ৭/৭৮/৩, ১/১১৩/১৯, ১/১১৫২১/৭১/৫, ৭/৮০/২, ৩/৬১/৪ প্রভৃতি মন্ত্রগুলি থেকে দেবমাতা ঊষার সূর্যের সঙ্গে যে সম্পর্কগুলি পাচ্ছি সেগুলো পরস্পরবিদ্ধ। কোথাও তিনি সূর্যের মা, কোথাও বা স্ত্রী, আবার কোথাও প্রেমিকা। কিন্তু সহবাসের সম্পর্ক সর্বত্রই।

(২) ঋক মন্ত্র - ১০/৬১/৫-৭ এ পাওয়া যায় পিতা কন্যার সহবাস সম্পর্কের ইঙ্গিত।

(৩) এছাড়া যম-যমীর বিখ্যাত কথোপকথন তো রয়েইছে। যেটিকে পন্ডিত কুল ভাইবোনের সহবাস সম্পর্ক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ঋক ১০/১/১, ১০/১/২, ১০/১/৬-৭, ১০/১/১০,১০/১/১২। হয়তো এগুলি রূপক। কিন্তু রূপকের জন্ম

তো বাস্তব থেকেই। তাই যদি মনে করে নিই আর্য ঋষিরা বাস্তবে এ রকম সভ্যতার জন্ম দেয়নি, তবে রূপকের জন্ম হল কীভাবে? আর মন্ত্রগুলিকে যদি রূপক হিসেবে না ধরি তবে একটাই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে- 'সভ্যতা তবে কী?'এযুগের গবেষকরা, যারা অধ্যাত্মবাদ নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা বলেন এগুলো মিষ্টিক। (Mystic) এযুগের সমাজতাত্ত্বিক পন্ডিরেরা বলেন, এগুলো ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক ত্রিয়া। (Ritual) যার পশ্চাৎপট রয়েছে সেই বহু চর্চিত উর্বরতা জাদু (Fertilitin Cerlt)। এর কোনও সামাজিক অস্তিত্ব ছিলনা।

।।৩ ।।

ঋকমন্ত্রে 'বিবাহ' শব্দটি নেই। রয়েছে 'বহতু' শব্দটি। বহন করা অর্থে বহতু। কনেকে তার বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি নিয়ে যাবার যে অনুষ্ঠান, তার থেকেই শব্দের সৃষ্টি 'বহ' ধাতু থেকে শব্দটি এসেছে।

এর থেকে মনে হয় সে কালে বিয়ের পরপরই বাপের বাড়ি ছেড়ে, কনেকেশ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠতে হত।

সংহিতার সময়কালে যুবতী হবার আগে কন্যার বিবাহ হত না। যুবতী কাকে বলে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় ১০/ ৮৫ /২১ ঋকে। এর সঠিক অনুবাদে হয়ত বা বিশুদ্ধবাদীরা ভ্রূ কোঁচকাবেন।

আসলে বৈদিক আমলে কথাবার্তা হত বেশ চাঁছাছোলা ভাষাতেই। শব্দের মুখোশের আড়ালে অন্য শব্দের ইঙ্গিত আর্যঋষিরা জানতেন না। তাই ঋক - ৮/৯১/৫, ৮/৯১/৬ অথবা ১/১২৬/৬, ১/১২৬/৭ মন্ত্র আর্যঋষিরা নিশ্চয় মনেমনে উচচারণ করতেন না। বিশেষতঃ বেদের অন্যনাম যখন শ্রুতি। এগুলিকে আধুনিক বাংলায় তর্জমা করলে এযুগের বাৎসায়ণরা ছুটে পালাবেন।

বাবা মায়েরা যে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতেন এমন কোন স্পষ্ট নিদর্শন কিন্তু সংহিতায় নেই।

তবে কিনা বিয়ের গোড়ার ধাপটি হল পাত্রপাত্রী নির্বাচন। ছেলে যেমন নিজের বৌকে বেছে নিতে পারত, তেমনি মেয়েদেরও ছিল নিজের কর্তাটিকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা।

দুপক্ষের সম্মতি ছাড়া বিয়ে হতে পারত না। যে সমাজে প্রেমিকপ্রেমিকার দেখা সাক্ষাৎ হওয়া বা মেলামেশাকে আর পাঁচটা ঘটনার মতোই স্বাভাবিক ভাবে দেখা হত, সেখানকার উদারতা এযুগেরও ঈর্ষনীয় ব্যাপার।

সংহিতায় প্রেমিক প্রেমিকার কথা রয়েছে। কথা রয়েছে তাদের মেলামেশা উপহার দেওয়া, পরস্পরের সান্নিধ্য আকাঙ্খা বা উপভোগ করা। অন্যের জন্য উদ্বেগ সহ্য করা অথবা তণীর সাজসজ্জায় তণকে আকৃষ্ট করা।

এর উদাহরণ আছে ঋক ১/১১৫/২, ১০/৩০/৩, ১০/৩০/৬ প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায়।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com